এই পরিষেবা মূলত কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক মুদ্রণযোগ্য মাসিক তথ্য পরিষেবা। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, বাংলাদেশ সহ বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের দুই শতাধিক পত্রপত্রিকা এই তথ্য প্রকাশ করে। বার্ষিক চাঁদা দিয়ে গবেষক, ছাত্র, সাংবাদিক, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সহ আগ্রহীরা গ্রাহক হতে পারেন।

সংবাদ পরিষেবা

এপ্রিল ২০১২

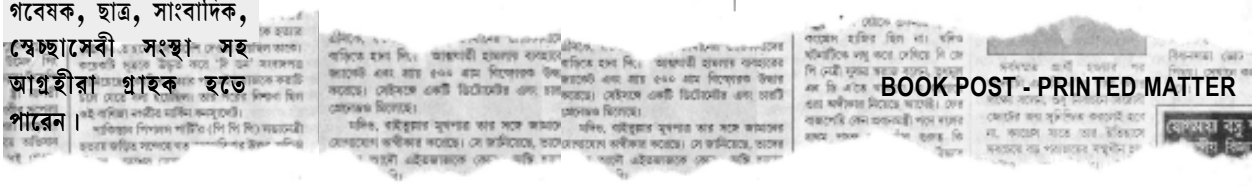

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট

১৭/১৩৬

জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে নদী-দূষণ। নদী-দূষণ উত্তরাখণ্ডে। ক্ষতি ভাগীরথীর, ক্ষতি অলকানন্দার। জল দূষিত হচ্ছে, শুকিয়ে যাচ্ছে। বিদ্যুৎ তৈরির জন্য জল টানা হচ্ছে। জলাধার বানাতে গিয়ে নদীতে বর্জ্য বাড়ানো হচ্ছে।

উত্তরাখণ্ডের মতু জনসংগঠন, পরিবেশ এবং বনমন্ত্রক ও রাজ্যের দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদে এর প্রতিকারের দাবি জানিয়েছে।

স্বখাত সলিলে

১৭/১৩৭

শিকার ও কীটনাশকে দেশের ১৪ পাখি নিশ্চিহ্ন। একথা দেশের সরকার স্বয়ং স্বীকার করছে। লোকসভায় এমন বলেছেন বন ও পরিবেশ মন্ত্রী জয়ন্তী নটরাজন। পাখিগুলো চলে গেছে আই ইউ সি এন-এর লাল তালিকায়।

জলবায়ু চিন্তা

১৭/১৩৮

উষ্ণায়নের গবেষণায় খালি বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা জোর পাচ্ছে। জীবজন্তুর দেহের তাপমাত্রা জোর পাচ্ছে না। গবেষক ক্যারোলাইন চ্যাপারসন এমন বলছেন। চ্যাপারসন ফ্লাইন্ডার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের ।

চ্যাপারসন বলেছেন, জলবায়ু বদল মডেল ফিরে দেখতে। কারণ, কোনো এক নির্দিষ্ট স্থানের বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রার সঙ্গে মিলিয়ে, সেখানকার প্রাণীকুলের দেহের তাপমাত্রা একই হবে এমন ভাবা ভুল। বরং তার উল্টো হতে পারে। তাই বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রার-নির্ভর গবেষণার পাশে জোর দিতে হবে প্রাণীদেহের তাপমাত্রার। রক্ষা পাবে জীবকুল।

জলাঞ্জলি

১৭/১৩৯

ওইসিডি-র রিপোর্ট বেরিয়েছে। রিপোর্টে চাঞ্চল্যকর তথ্য আছে। ওইসিডি এক বহুদেশ-মঞ্চ। ওইসিডি মানে অর্গানাইজেশন ফর ইকনমিক কোঅপারেশন অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট। ওইসিডি-র অনুমান ২০৫০-এর মধ্যে চাষজমির রাসায়নিক সার-কীটনাশকে দূষিত হবে পৃথিবীর কুড়ি শতাংশ জলাশয়, জলাশয় ভরবে বিনাশী শ্যাওলায়। পানীয় জলে টান পড়বে, জলে অক্সিজেন কমবে, জলচর বিপন্ন হবে।

ম্যানলি গ্রোভ

১৭/১৪০

ওড়িশায় বাদাবন প্রসার। বাদাবন মানে ম্যানগ্রোভ। উপকূল বরাবর বাদাবন হয়েছে ২৬০৮ হেক্টর। এই কাজের রূপায়ণে

ওড়িশা ফরেস্ট্রি সেক্টর ডেভলপমেন্ট প্রজেক্ট। সহায়তায় জাপান ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন এজেন্সি। কাজ করছে স্থানীয় বাসিন্দাদের বন সংরক্ষণ সমিতি ও ইকো ডেভলপমেন্ট কমিটি। বনসৃজনের পাশাপাশি তারা ধূপ তৈরি করছে, কাজু-আদা-আলু-হলুদ-তেঁতুল-ভুট্টা ইত্যাদি চাষ করছে। তাদের আয়ও বাড়ছে।

আসাম সাফ ১৭/১৪১

আসামের বরাক উপত্যকায় নাগাড়ে জঙ্গলনাশ। জঙ্গলনাশ কাছাড়, হাইলাকান্দি ও করিমগঞ্জ জেলায়। বিপন্ন প্রাণী বৈচিত্র। দিক বদল করেছে পরিযায়ী পাখি। ফরেস্ট সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার প্রতিবেদনেও অরণ্যভূমি হ্রাসে দেশে আসাম সবচেয়ে এগিয়ে। আসামে বন আইন ১৯৭২-এর সংশোধনের তোড়জোড় হচ্ছে। সংশোধনীর বিষয়, বেআইনি গাছ কাটার অপরাধীর, জামিন-অযোগ্য শাস্তি।

জলে গেল! ১৭/১৪২

দেশে চাষে ভূজল ব্যবহার দ্রুত বাড়ছে। বর্তমানে দেশে নলকূপের সংখ্যা কমবেশি দু কোটি। ১৫ সেকেন্ড অন্তর নূতন নলকূপ বসছে। দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের আধা-ঊষর অঞ্চলে এর ফলে কৃষির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে উঠবে।

বুধোর ঘাড়ে ১৭/১৪৩

মার্কিন দেশে টয়লেট পেপারের চাহিদায় ক্ষতি ইন্দোনেশিয়ার। এই টয়লেট পেপারের জন্য ইন্দোনেশিয়ায় বন সাফ। বন সাফ করছে এশিয়া পাল্প অ্যান্ড পেপার কোম্পানি। টয়লেট পেপার হয় এই কোম্পানির কাগজে। অভিযোগের আঙুল এখন এই কোম্পানির দিকে। সরব ডব্লু ডব্লু এফ। বিরত অনেক টিস্যু পেপার উৎপাদক, এই কোম্পানির থেকে কাগজ কেনায়।

জলকামান! ১৭/১৪৪

আগামী দশবছর পর বিশ্বজুড়ে জল নিয়ে যুদ্ধ হবে, জল নিয়ে হাহাকার হবে। এর জন্য কয়েকটি নদী ও নদী অববাহিকা চিহ্নিত হয়েছে। এই নদী ও অববাহিকা হল, মিশরের নিল-তাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস, চিন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মেকং, ভারত ও দক্ষিণ এশিয়ায় আমু দরিয়া। এইসব বলা হয়েছে জল-নিরাপত্তা নিয়ে এক মার্কিন রিপোর্টে।

মহাকাল! ১৭/১৪৫

চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের পরমাণু বিজ্ঞানীরা বহুদিন এক ঘড়ি বানিয়েছেন। যার নাম ডুমজ ডে ক্লক। বাংলায় বললে প্রতীকী ঘড়ি। জলবায়ু বদল ও পরমাণু বিপর্যয় বোঝার নিরিখ এই ঘড়ি।

এতদিন এই ঘড়ির কাঁটা ছিল রাত বারোটা বাজতে ছয় মিনিটে। সম্প্রতি এই কাঁটা এক মিনিট এগিয়ে দেওয়া হল। কারণ বিশ্বজুড়ে পরমাণু নিরস্ত্রীকরণের সম্ভাবনার উল্টোদিকে পরমাণু অস্ত্রপ্রসারের কাজই দ্রুতহারে বাড়ছে।

কম্পিউটারে পাখি ১৭/১৪৬

পাখির ভারতপঞ্জী। উদ্যোগে নেচার ফর এভার সংগঠন। সংগঠনটি একটি সাইট করেছে। সাইটের নাম সিটিজেন সায়েন্স ভেনচার। সাইটে যে কেউ, নিজ এলাকার পাখি, পাখির গতিবিধি, ধরনধারণ ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করতে পারে।

বিবেকের স্বর ১৭/১৪৭

কোদানকুলামে পরমাণু চুল্লি বিরোধী বিক্ষোভে সংহতি। সংহতি দেশখ্যাত বিদ্বজ্জনের। বিদ্দজ্জনের উষ্মা, প্রতিবাদের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ নিয়ে। বিদ্বজ্জনের দাবি, প্রতিবাদীদের নিঃশর্ত মুক্তি নিয়ে। বিদ্বজ্জনের অভিযোগ, প্রতিবাদীর রাষ্ট্রদ্রোহিতার তকমা নিয়ে। এই সংহতিতে সামিল, সেনাধ্যক্ষ এল রামদাস ও বিষ্ণু ভাগবত, বিচারপতি রাজেন্দ্র সাচার, পি বি সাওন্ত, বি জি কোলসে-পাটিল ও সামিল অরুনা রায়, মেধা পাটকর, বিনায়ক সেন, ইলিনা সেন, রোমিলা থাপার, জাঁ দ্রেজ, রামচন্দ্র গুহ, অরুন্ধতী রায়, অনুরাধা চেনয়, শবনম হাসমি, প্রফুল্ল বিদই, এস পি শুক্লা, ললিতা রামদাস, সুরেন্দ্র গড়েকর,

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

বসন্ত কনবিরন, রিতু মেনন, অচিন বানায়েক, পামেলা ফিলিপোজ, ড্যারিল ডি'মন্টে প্রমুখ।

রায় হায় ! ১৭/১৪৮

সুপ্রিম কোর্টের নদী-সংযোগের পক্ষে রায়। রায় এসেছে গত ফেব্রুয়ারিতে। রায়ে এই উদ্যোগ রূপায়ণে এক সমিতি গড়তে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, নদী সংযোগ হলে চাষের ভালো হবে, স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন হবে ইত্যাদি।

হর্ন বাজাবেন না ১৭/১৪৯

শব্দ দূষণে পাখি কমছে। সঙ্গে আছে জল দূষণ, আবর্জনা, অব্যবস্থা। এইসব ঘটছে ওখলা পাখিরালয়ে। ওখরা পাখিরালয় দিল্লির নয়দায়।

শব্দ দূষণ হচ্ছে যানবাহনের হর্নে। এই পাখিরালয়ে পাশ দিয়ে যানবাহন যায় দিনে ১০ হাজারের বেশি। এই পাখিরালয়ের নামডাক পরিযায়ী পাখির জন্য এখানে এবছর পরিযায়ী পাখিরা এখানে বেশ দেরিতে এসেছে।

বাঘের মতো ১৭/১৫০

কর্ণাটকে বাঘ রক্ষায় কম্যান্ডো। এই কম্যান্ডোর নাম হয়েছে স্পেশাল টাইগার প্রটেকশন ফোর্স। এই দলে আছেন চুয়ান্ন জন। তিন ভাগে ভাগ হয়ে এই দল কাজ করবে। এই দলের কাজ হবে চোরাশিকার থেকে জন্তুজানোয়ার বাঁচানো।

শুশুকও ? ১৭/১৫১

চিলকায় শুশুক মরছে। ২০১১তে ছিল ১৫৬। এবছর তা ১৪৫। এই শুশুকের নাম ইরাবতী। এই শুশুক সংখ্যায় চিলকা ছিল সবার উপরে।

কটা কুমীর ? ১৭/১৫২

সুন্দরবনে কুমীর শুমারি শুরু। এইজন্য বরাদ্দ ১০ লক্ষ। শুমারি করবে ২১ জনের দল। যার ১০ জন সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভ থেকে আর বাকিরা ওখানকার বনবিভাগের। তথ্য পাঠানো হবে ওয়াইল্ড লাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ায়।

শোকে পাথর ! ১৭/১৫৩

পাথরখাদান থেকে স্বাস্থ্যের ক্ষতি। ক্ষতির প্রকোপ ঝাড়খণ্ডে। প্রকোপ বেশি ঝাড়খণ্ডের মুসাবনিতে। মুসাবনিতে বাড়ছে সিলিকোসিস। সিলিকোসিসে মৃত্যু বাড়ছে। এখন অব্দি এখানে মৃত্যু ২৪ আর আক্রান্ত সব মিলে ৩৫। মুসাবনিতে গ্রাম জুড়ে পাথর ধুলোর চাদর। গ্রামের মানুষ খাদানের কাজে অক্ষম হচ্ছে। খাদানে কাজ করতে খাদান মালিক অন্য গ্রাম থেকে লোক আনছে।

তেলুগু স্বাস্থ্য ১৭/১৫৪

অন্ধ্রে পঞ্চাশ হাসপাতালে শোকজ। শোকজ অন্ধ্রপ্রদেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের। এই শো কজ বর্জ্যের জন্য। ওষুধবিসুধের বর্জ্য রাসায়নিক দিয়ে শোধন করা হচ্ছেনা তারজন্য। এইসব হাসপাতালের বেশিরভাগটাই হায়দ্রাবাদ ও রঙ্গারেভিড জেলায়। এইসব ঘটছে গত ডিসেম্বরে।

বিশ্রীকাকুলম ১৭/১৫৫

শ্রীকাকুলমে বালি লুঠ। টাকার পরিমাণে বছরে যা আশি থেকে একশো কোটি। সরকার বালি তোলার অনুমতি প্রদান বাবদ বছরে পায় পাঁচ কোটি। পায় খালি য়ারগ্রাম, কাদুমু, সিরুসুয়াদা, বিলামদন্দ ও আকুলা থেকে। কিন্তু ভাইরি, কারাজাদা, গোপিনগর ও মাদপম থেকে কিছু পায়না। এই চারটেই বেআইনি খাদান। সরকার পদক্ষেপ নিচ্ছে। এর মধ্যে ১ কোটি টাকা জরিমানাও করেছে।

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

ঝাঁঝ ! ১৭/১৫৬

লবঙ্গে রাসায়নিক কীটনাশক বন্ধ। এই ঘটনা কেরলের। এই ঘটনা কেরল কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের। কেরল কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় লবঙ্গ গবেষণা কেন্দ্রের। কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা দেখছেন,রাসায়নিক কীটনাশক ছড়িয়ে গাছের ক্ষয় হয়েছে, উৎপাদন বাড়েনি। কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা জৈব ছত্রাক বানিয়েছেন। যা দিয়ে পোকা ও ছত্রাক হানা রোখা যাবে। ছত্রাক বানানোর সাহায্য করেছে রাজ্য উদ্যানপালন মিশন।

চিতা বনি ১৭/১৫৭

আসামে চিতা খুন। চিতা খুন বেশি উচ্চ আসামে। খুনের কারণ চিতা-মানুষ মুখোমুখি। চিতা লোকালয়ের কাছে আসার কারণ জঙ্গল হ্রাস ও খাবার হ্রাস। জঙ্গল হ্রাসে বাঘ আশ্রয় ও খাবার পেতে চা বাগানে। এইভাবে গত ২৩ ফেব্রুয়ারি অব্দি খুন হওয়া চিতার সংখ্যা ৫০।

ময়ূর ? ১৭/১৫৮

উত্তরপ্রদেশে সতেরো ময়ূরের মৃত্যু। মুত্য ঘটেছে একসাথে। ঘটেছে রাজ্যের হাথরাতে। ঘটেছে চাষজমিতে। কারণ মনে হয় রাসায়নিক কীটনাশাক। মৃত পাখি ময়না তদন্তে গেছে। পরীক্ষা-ফলে অনুমান বাস্তব কিনা বোঝা যাবে।

বিষাক্ত সংবাদ ১৭/১৫৯

হরিয়ানায় সবজিতে বিষ, এই বিষ পেয়েছে টেরি। টেরি মানে দা এনার্জি রিসার্চ ইনস্টিটিউট। টেরি বিষ পেয়েছে যমুনা বরাবর চাষজমিতে। বিষ পেয়েছে হরিয়ানার দয়ালপুর, চান্ডওয়ালি গ্রামের সবুজরঙা সবজিতে। পাওয়া গেছে ভারি ধাতু। নেওয়া হয়েছিল ১৩ নমুনা। সমীক্ষা বলছে যমুনা লাগোয়া জমিতে নিকেল, ম্যাঙ্গানিজ, সীসা, বিশ্ব নিরিখের অনেক বেশি।

সম্পাদকের উদ্দেশে

|| **মাননীয়েষু** ||

পরিষেবার সঙ্গে পাঠানো কৃষি
বৃত্যান্ত 'অন্ন কথকতা' আপনার
পত্রিকায় প্রকাশের জন্য। এই
কৃষি-নিরীক্ষার সংবাদ তথা
নিরীক্ষার প্রসারে ওপরই আমাদের
কার্যক্রমের সার্থকতা। আপনার
পাঠকের কাছে এই লেখা
পৌঁছোলে আমরা বাধিত হব।

সুব্রত কুন্ডু

সম্পাদক || ফেব্রুয়ারি-মার্চ ২০১২

যোগাযোগ ।। ডি আর সি এস সি
১৮বি গড়িয়াহাট রোড (সাউথ ।। কলকাতা ৭০০ ০৩১
২৪৭৩৪৩৬৪।।২৪৪২৭৩১১ ।।৯৪৩৩৫১১১৩৪
drcsc.ind@gmail.com || drcsc@vsnl.com ||

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২, ফোন ২৪৪২৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক-৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস - শিপ্রা দাস, রূপায়ণ - অভিজিত দাস
সম্পাদক - সুব্রত কুন্ডু